বিশ্লেষণমূলক প্রশ্ন ও উত্তর : প্রতিটি প্রশ্নের মান-১৫

১. বাংলা উপন্যাসে মন্বন্তরের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো। ১৫

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাংলা কথাসাহিত্যেও দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গ উপস্থাপিত হয়েছে লেখকের আপন সহমর্মিতায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর'(১৯৪৪), গোপাল হালদারের 'পঞ্চাশের পথ' (১৯৪৪), 'ঊনপঞ্চাশী' (১৯৪৬), 'তেরশ পঞ্চাশ' (১৯৪৫) উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ প্রসঙ্গটি ঔপন্যাসিকের রাজনৈতিক মননের সচেতন প্রয়াসের দ্বারা অঙ্কিত। তারাশঙ্কর মন্বন্তরের কাহিনিতে দুর্ভিক্ষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন।

ত্রিশটি অধ্যায়ে রচিত 'মন্বন্তর' উপন্যাসের সুবিস্তৃত কাহিনিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি ও সেই অনুকূল পরিবেশে যুদ্ধসৃষ্ট মন্বন্তরের রূপটির হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনা দেখা যায়। সাইরেনের শব্দে আতঙ্কিত মানুষের অসহায়তাকে, বোমার ভয়ে কলকাতা ছেড়ে ভয়ার্ত মানুষের পলায়নের দৃশ্যকে তিনি মর্মস্পর্শী করে তুলে ধরেছেন, কিন্তু যুদ্ধের কারণকে অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কোন কৌশলে যুদ্ধের সৃষ্টি হলো সে সম্পর্কে তিনি একটি কথাও বলেননি। তাঁর রচিত 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের চিত্র অনুপস্থিত। মহাযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে অবস্থান্তর ঘটে চলেছে ভারতবর্ষের বুকে উপন্যাসের কাহিনিতে তাকে সুবিস্তৃত করে তুলে ধরেছেন।

'মন্বন্তর' উপন্যাসে নিরন্ন, অসহায় মানুষের হাহাকার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সেইসঙ্গে মজুতদার, কালোবাজারিদের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতে লেখক দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নয়, যুদ্ধই কেবলমাত্র তার কারণ নয়, মন্বন্তর এক শ্রেণির মানুষের কৌশল, যুদ্ধ সেই কৌশল প্রয়োগের অবকাশমাত্র। কানাই-এর ছাত্র রায়বাহাদুর বি. মুখার্জীর ছোটছেলে অশোক বলেছে—"আমাদের গুদামের চাবি যদি একসপ্তাহ খুঁজে পাওয়া না যায়, তবে আটদিনের দিন বাংলা দেশে উনান জ্বলবে না।" স্বাধীনতা সচেতন কালোবাজারিদের স্বাধীনতা লাভের আশার পিছনে রয়েছে তাদের শ্রেণিস্বার্থ, কারণ স্বাধীন রাজত্বে তাদের একছত্র স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। রায়বাহাদুর বি. মুখার্জী বলেছে—

> জানেন মাস্টারমশাই, আজ যদি আমরা স্বাধীন থাকতাম, তবে এই যুদ্ধের বাজারে কি লাভ যে হোত , সে আপনারা কল্পনা করতে পারবেন না। লাভ করেছে ইউরোপীয়ান কোম্পানি, চাবিকাঠি সব তাদের হাতে। অথচ যোগ্যতায় আমরা তাদের চেয়ে খাটো নই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে একদিকে ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের সর্বনাশা বিকৃত ক্ষুধাকে তুলে ধরেছেন আর অন্যদিকে তারই শিকার দরিদ্র মানুষের হাহাকার ও প্রাণধারণের অন্তিম প্রয়াসের মর্মন্তুদ ছবি এঁকেছেন। যুদ্ধ এবং মন্বন্তরের পটভূমিতে

Scanned by TapScanner

সাম্যবাদী দলের ক্রিয়াকলাপ দলের দুটি কাজ লক্ষ করা, অন্যটি যুদ্ধ থাকলেও তাদের চরিত্রগুলিও সার্থক উত্তরাধিকারী। বলেননি। নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রস্তুত কিন্তু সে যতটা স্বপ্নবিলাসী ততটা বাস্তব নয়।

এই প্রয়াসে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছেন গোপাল হালদার। পঞ্চাশের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত তাঁর উপন্যাস ত্রয়ীতে দুর্ভিক্ষের কার্য কারণ ও ফলশ্রুতি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দ্বারা উপস্থাপিত। 'তেরশ পঞ্চাশ'-এর ভূমিকায় গোপাল হালদার বলেছেন—

> সমসাময়িক এই ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সত্য অবশ্য রাষ্ট্রনীতি। মন্বন্তরের কথায় ও চিত্রে অন্তত: আমি তেমন কালাতীত কাহিনি বলতে চাইনি; জেনে বুঝেই প্রাধান্য দিয়েছি রাষ্ট্রনীতিক অবস্থা ও আলোচনাকে।

মানবদরদী বিনয় দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রামবাসীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষাকল্পে খাদ্য-সমিতি, দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ সমিতি গঠনে উদ্যোগী হয় কিন্তু শাসনকর্তাদের অসহযোগিতার ফলে তার সকল প্রয়াস বারবার ব্যর্থ হয়ে যায়। মজুতবিরোধী আন্দোলনের অসার্থকতার মধ্য দিয়ে বিনয় উপলব্ধি করে শাসনকর্তাদের গোপন উদ্দেশ্যকে। 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর এক দিন'—এই তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চেতনার তিনটি রূপান্তরের কাহিনিকে ক্রমান্বয়ে গ্রথিত করেছেন। ঠিক তেমনি ভাবেই 'ঊনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের পথ' এবং 'তেরশ পঞ্চাশ' উপন্যাসে দুর্ভিক্ষ কবলিত ভারতবর্ষের রূপচিত্র এবং তার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ দিয়েছেন গোপাল হালদার।

গোপাল হালদার মননশীল লেখক। তাঁর উপন্যাসে রাজনীতি বা অর্থনীতি কেবল বাতাবরণ সৃষ্টিতে আবদ্ধ নয়। তিনি উপন্যাসের কাহিনি বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে রাজনীতি ও অর্থনীতির বৈজ্ঞানিক ব্যখ্যা দিয়েছেন। তবে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো গোপাল হালদারের উপন্যাসের চরিত্রের কর্মকান্ডর মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য একদার অমিতের থেকে 'তেরশ পঞ্চাশের' বিনয় অনেকখানি রাজনীতি সক্রিয় চরিত্র।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই নবেন্দু ঘোষ সমাজসচেতন ঔপন্যাসিক। দুর্গতমানুষের জীবনচিত্র রূপায়নের দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক শোষণের অভিসন্ধিটির উদ্ঘাটন এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার সচেতন দায়বদ্ধতা নিয়ে তাঁর উপন্যাস রচিত। নবেন্দু ঘোষ 'ডাক দিয়ে যাই' (১৯৪৫) উপন্যাসের ক্ষুদ্র আঙ্গিকে দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের প্রাণ বাঁচানোর অন্তিম প্রয়াসের মর্মন্তুদ ছবি এঁকেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং ৪৩-এর মন্বন্তরের সামগ্রিক পর্বে রচিত হয়েছে সুবোধ ঘোষের 'তিলাঞ্জলি' (১৯৪৪) উপন্যাস। কাহিনিতে দেখা যায় গ্রাম-গঞ্জ থেকে দলে দলে বুভুক্ষু মানুষ দুটো খেতে পাবার আশায় কলকাতায় ভিড় করে। কলকাতার রাজপথে ছন্নছাড়া মানুষগুলির জীবনধারণের প্রাণান্তকর চেষ্টায় যেন নরকের সমান হয়ে ওঠে। এক একটি ছাউনি যেন এক একটি আস্ত নরক। তবে 'তিলাঞ্জলি' মন্বন্তরসর্বস্ব রচনা নয়। চল্লিশের দশকের সামগ্রিক চালচিত্র বর্ণনায় দুর্ভিক্ষের রূপায়ন অনিবার্যভাবে কাহিনিতে সংশ্লিষ্ট হয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতে দুর্ভিক্ষ কবলিত মানুষের দুমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার,

Scanned by TapScanner

ভিক্ষাবৃত্তি, ফুটপাথে পশুর সমান জীবনধারণ, কন্ট্রোলের লাইন, নারীর দেহব্যবসা, ঔষধের আকাল, মহামারি সবই এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং তারই অনুষঙ্গে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, অর্থনৈতিক মন্দা, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে বিপর্যস্ত গ্রামবাংলার ইতিবৃত্ত রচিত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' (১৯৪৬) উপন্যাসে। নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে শোষণের নানাবিধ রূপ তাঁর গল্প উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত রচনা করেছে। সেইসঙ্গে শোষণ মুক্তির পথ অন্বেষণে তাঁর সাহিত্যগুলি রসপরিণাম লাভ করেছে। 'চিন্তামণি' উপন্যাসের কাহিনি দুর্ভিক্ষ কবলিত গ্রামবাংলার ক্রমবিলীয়মানতার ঐতিহাসিক দলিল।

দুর্ভিক্ষ আশ্রয়ী উপন্যাস রচনায় আরও বেশ কিছু ঔপন্যাসিক এগিয়ে এসেছিলেন। সরোজ কুমার রায়চৌধুরীর 'কালোঘোড়া' (১৯৪৬), ভবানী ভট্টাচার্যের 'So many hungers' (১৯৪৭) এবং আরও পরে অমলেন্দু চক্রবর্তী "আকালের সন্ধানে' (১৯৮২) দুর্ভিক্ষের রূপচিত্র অঙ্কনে উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। উপরোক্ত উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে চল্লিশের দশকের এক কালোযুগকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আন্তর্জাতিক বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী শোষণজাল বিস্তৃত। তার ফলস্বরূপ ভারতের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধের অজুহাতে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণি মানুষকে গৃহহারা, স্বজনহারা করেনি। সেইসঙ্গে মানুষের নৈতিক অধঃপতন, মূল্যবোধের সংকট সমাজকে এক গভীর সংকটের মুখে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

আবদুল্লার রসুল-এর 'আবাদ' (১৯৬৭) উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের বক্তব্য অনেক স্পষ্ট। উপন্যাসের কাহিনিতে তেরশো পঞ্চাশের গ্রাম বাংলার মৃত্যু মিছিলের চিত্র পাওয়া যায়। এই খাদ্যসংকট কেবলমাত্র সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চলের দৃশ্য নয়, সারা বাংলার গ্রামজীবনের চিত্রের রূপায়ন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক সংকট বাংলা সাহিত্যে একটি বিপ্লবের সূচনা করে।

২. বাংলা উপন্যাসে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করো। **১০**

উত্তর : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাব : ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সে স্বাধীনতা দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। কেননা, পাঞ্জাব ও বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে যে স্বাধীনতা আসে ভারত ভূখণ্ডের পশ্চিমবাংলা এবং পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষে তা ছিল চরম অভিশাপ। যার ফলে একটি জাতির ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, অর্থনীতির বুনিয়াদ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

উদ্বাস্তু জীবনের পটভূমিতে রচিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উপনগর', সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা', নারায়ণ সান্যালের 'বকুল তলা পি এল ক্যাম্প' ও 'বল্মীক' জরাসন্ধের 'উত্তরাধিকার', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র সফেন।' তবে এগুলি কোনটিই প্রথম শ্রেণির উপন্যাস নয়। ব্যাঙ্ক ফেলের ফলে বেকার মধ্যবিত্ত, মার্চেন্ট অফিসের চাকুরিহারা উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে। অর্থাভাবে, অন্নাভাবে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের মূল্যবোধের বিনষ্টি, তার অবক্ষয়কে উপস্থাপিত করেছেন বস্তিবাসীর জীবনাচরণের রূপচিত্র রচনার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আগমনজনিত জীবন সমস্যার পটভূমিতে দীপক চৌধুরীর 'শঙ্খবিষ' উপন্যাস রচিত হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসে লক্ষ লক্ষ ভিটেহারা মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা এবং তার প্রভাবে এপার বাংলার মানুষের জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ যে সমস্যার সৃষ্টি করে তার বিশ্লেষণ দেখা যায় না। এই একই ত্রুটি লক্ষিত হয় অমরেন্দ্র ঘোষের রচনাতে। মনোজ বসুর 'সেই গ্রাম সেইসব মানুষ' উপন্যাসে বহুবছর আগে ছেড়ে আসা গ্রামের জন্য মন কেমন করার কথা রূপ পায়। অমিয়ভূষণ

Scanned by TapScanner

মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭) উপন্যাস দেশবিভাগ নামক রাজনৈতিক ঘটনার সফল আলেখ্য। 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের কাহিনির সময়সীমা ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশবিভাগের পটভূমিতে উপন্যাসের কাহিনি গড়ে উঠেছে। দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশবিভাগ প্রভৃতি রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনস্রোত কীভাবে পাল্টে যায়—মানবজীবনের নিরন্তর পরিবর্তনের রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে। ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে মানবজীবনের গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে পদ্মার ভাঙাগড়ার খেলাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। পদ্মালালিত চিকন্দির সান্যাল পরিবারের রূপান্তরকে আশ্রয় করে কাহিনির বুনট। সামন্ততন্ত্রের ভাঙন তার মুখ্য বিষয়। 'গড় শ্রীখণ্ড' কেবলমাত্র এই একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। উত্তরবঙ্গের নিষ্পেষিত জনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রাম কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে।

প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা' (১৯৬৮) উপন্যাসের বিস্তৃত পরিসরে যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষের পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে পরবর্তী অবস্থার তুলনামূলক ব্যঞ্জনা উপস্থাপিত হয়েছে। কলকাতা বসবাসকারী অবনীমোহন গ্রামবাংলার শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে রাজদিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়, রাজদিয়া গ্রামের মানুষগুলি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক যৌথ পরিবারের মতো পাশাপাশি বাস করে। সেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য আছে। একদিকে সচ্ছলতা, অন্যদিকে দারিদ্র্য। কিন্তু সেখানকার মানুষের মনে হিংসা নেই, ক্ষোভ নেই। এ হেন রাজদিয়া গ্রাম ক্রমে ক্রমে অশান্ত হয়ে ওঠে। পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০-এর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পালাবদলের ছবি অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে। উদ্বাস্তু জীবনের দুর্বিসহ অবস্থা, বাঁচার তাগিদে ছিন্নমূল মানুষগুলির নতুন উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াসের ইতিবৃত্ত নিয়ে প্রফুল্ল রায় 'কেয়া পাতার নৌকা'-র তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে।

উদ্বাস্তু জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প' (১৯৫৭) এবং 'বল্মীক' (১৯৫৮) উপন্যাসে। নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' উপন্যাসেও উদ্বাস্তু জীবনের অস্থিরতা, দলাদলি এবং বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টার ইতিহাস অঙ্কিত হয়েছে। নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল. ক্যাম্প' উপন্যাসটি তেমন-ই একটি ক্যাম্পজীবনের কাহিনি। বাংলা ও বিহারের সীমারেখার কাছাকছি অবস্থিত বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প। ছিন্নমূল মানুষের শ্রীহীন, মাধুর্যহীনভাবে বেঁচে থাকার মর্মন্তুদ প্রয়াস উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একদিকে ক্যাম্পের হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, মহত্ত্ব এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় অন্যদিকে সর্বহারা মানুষগুলির অসহায়তা ও আশ্রয়হীনতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্ধ মানুষের লোভ-লালসা ও শঠতার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। সত্তর দশকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১), 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' (১৯৭১) এই সময়ের উল্লেখযোগ্য রচনা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠপাখির খোঁজে' উপন্যাসটি দেশভাগ নিয়ে রচিত হলেও সম্পূর্ণ পৃথক স্বাদের উপন্যাস। দুই খণ্ডে রচিত এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তিরিশের দশকের শেষ থেকে উনিশ বাহান্নর ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বৃহদ প্রেক্ষাপটে গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলন, গান্ধিভক্ত শচীন্দ্রনাথের হাজতবাস, রঞ্জিতের অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপ, ইংরেজের মুসলিম লিগের দাবি সমর্থন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ সবই উপস্থাপিত হয়েছে। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের পর অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'মানুষের ঘরবাড়ি'। উপন্যাসটি একটি উদ্বাস্তু পরিবারের নতুন ক'রে বাঁচার প্রাণান্তকর চেষ্টার কাহিনি।

Scanned by TapScanner

উপন্যাসের সুরু হয়েছে করুনরসের মধ্য দিয়ে। উপন্যাসের নায়ক বলেছে — 'এদেশে এসে আমার বাবা খুব গরিব হয়ে গেলেন।' তার বাবা যজমানি ক'রে আবার সম্পন্ন গৃহস্থ হবার স্বপ্ন দেখেছে। অনেক সমালোচক বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'অপুর সংসার'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে সেই ক্রমপরম্পরা এখানে নেই। 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসের পরিসমাপ্তিতে দেখা যায় সোনা ভারতীয় সৈন্যের ট্রেনিং-এ যোগদান করে। অর্থাৎ কাহিনিটি অন্ত্যর্থক পরিণতিতে সমাপ্তির ইঙ্গিত বহন করে।

সত্তর ও আশির দশকে উদ্বাস্তু জীবন সমস্যা নিয়ে কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছিল। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' (১৯৮৮), সমরেশ বসুর 'খণ্ডিতা' (১৯৮১), তারও পরে প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' ৩য় ও ৪র্থ খন্ড (২০০৩)-র কথা আমরা আগেই বলেছি। পূর্ব পাকিস্তানে দেশভাগ ও দেশত্যাগ নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছিল। আবু রুশদ-এর 'নোঙর' (১৯৬৮), আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪), আখতার রুজ্জামানের 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) রাজনৈতিক- চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস।

৩. বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করো। ১০

উত্তর: রক্তাক্ত দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তুস্রোত সমগ্র বাঙালির জীবনে শূন্যতাকে বয়ে আনে। ভবিষ্যৎ জীবনের শূন্যতাবোধ বেশিরভাগ লেখককে একধরনের আচ্ছন্নতায় ঢেকে ফেলে। উদ্বাস্তু জীবনের পটভূমিতে রচিত নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'উপনগর', সমরেশ বসুর 'সুচাঁদের স্বদেশ যাত্রা', নারায়ণ সান্যালের 'বকুল তলা পি এল ক্যাম্প' ও 'বল্মীক' জরাসন্ধের 'উত্তরাধিকার', আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'সমুদ্র সফেন।' ব্যাঙ্ক ফেলের ফলে বেকার মধ্যবিত্ত, মার্চেন্ট অফিসের চাকুরিহারা উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রভৃতি মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্ত জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্যাসে। অর্থাভাবে, অন্নাভাবে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষের মূল্যবোধের বিনষ্টি, তার অবক্ষয়কে উপস্থাপিত করেছেন বস্তিবাসীর জীবনাচরণের রূপচিত্র রচনার মাধ্যমে।

পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু আগমনজনিত জীবন সমস্যার পটভূমিতে দীপক চৌধুরীর 'শঙ্খবিষ' উপন্যাস রচিত হয়েছে। তবে তাঁর উপন্যাসে লক্ষ লক্ষ ভিটেহারা মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা এবং তার প্রভাবে এপার বাংলার মানুষের জীবনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাপ যে সমস্যার সৃষ্টি করে তার বিশ্লেষণ দেখা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের আধুনিক জীবনসমস্যার রাজনৈতিক অনুসন্ধিৎসার স্থলে ঔপন্যাসিকের কল্পনা ওপার বাংলার স্মৃতিরোমন্থন করেছে। এই একই ত্রুটি লক্ষিত হয় অমরেন্দ্র ঘোষের রচনাতে। মনোজ বসুর 'সেই গ্রাম সেইসব মানুষ' উপন্যাসে বহুবছর আগে ছেড়ে আসা গ্রামের জন্য মন কেমন করার কথা রূপ পায়।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'গড় শ্রীখণ্ড' (১৯৫৭) উপন্যাস দেশবিভাগ নামক রাজনৈতিক ঘটনার সফল আলেখ্য। 'গড় শ্রীখণ্ড' উপন্যাসের কাহিনির সময়সীমা ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল। 'গড় শ্রীখণ্ড' কেবলমাত্র এই একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। উত্তরবঙ্গের নির্যাতিত জনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রাম কাহিনিতে বর্ণিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজজীবনের সামগ্রিক পটভূমিতে উপন্যাসের কাহিনি নির্মিত। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, গ্রামীণ কৃষি-ব্যবস্থার ভাঙন, গ্রাম ছেড়ে পেটের দায়ে মানুষের শহরমুখী হবার প্রবণতাকে অমিয়ভূষণ তাঁর কাহিনীতে উপস্থাপিত করেছেন। চল্লিশের দশকে সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থান্তর 'গড় শ্রীখন্ডে' র মূল উপজীব্য। প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়া পাতার নৌকা' (১৯৬৮) উপন্যাসের

Scanned by TapScanner

বিস্তৃত পরিসরে যুদ্ধ, দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষের পূর্ববর্তী অবস্থার সঙ্গে পরবর্তী অবস্থার তুলনামূলক ব্যঞ্জনা উপস্থাপিত হয়েছে। কলকাতা বসবাসকারী অবনীমোহন গ্রামবাংলার শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে আকৃষ্ট হয়ে রাজদিয়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেয়, রাজদিয়া গ্রামের মানুষগুলি ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক যৌথ পরিবারের মতো পাশাপাশি বাস করে। সেখানে অর্থনৈতিক অসাম্য আছে। একদিকে সচ্ছলতা, অন্যদিকে দারিদ্র্য। কিন্তু সেখানকার মানুষের মনে হিংসা নেই, ক্ষোভ নেই। এ হেন রাজদিয়া গ্রাম ক্রমে ক্রমে অশান্ত হয়ে ওঠে। পারস্পরিক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৫০-এর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পালাবদলের ছবি অঙ্কিত হয়েছে উপন্যাসের বৃহৎ পরিসরে। ধলেশ্বরী নদীর তীরবর্তী অঞ্চল রাজদিয়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত এসে লাগে। গ্রামে মিলিটারি ক্যাম্প বসে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। আপাত নিরীহ গ্রামবাংলার জনজীবন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গার প্রভাবে অশান্ত হয়ে ওঠে।

উদ্বাস্তু জীবনালেখ্য চিত্রিত হয়েছে নারায়ণ সান্যালের 'বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প' (১৯৫৭) এবং 'বল্মীক' (১৯৫৮) উপন্যাসে। নারায়ণ সান্যালের 'বল্মীক' উপন্যাসেও উদ্বাস্তু জীবনের অস্থিরতা, দলাদলি এবং বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর চেষ্টার ইতিহাস অঙ্কিত হয়েছে। পূর্ববাংলার স্কুল শিক্ষক হরিপদ চক্রবর্তী এপার বাংলার নানা জায়গায় আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে উদয়নগর কলোনিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। শরণার্থী শিবিরের নানা দলাদলি, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধি হরিপদ মাস্টারের পারিবারিক জীবনকে ছিন্ন-বিছিন্ন করে দেয়। বাংলা ও বিহারের সীমারেখার কাছাকছি অবস্থিত বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প। ছিন্নমূল মানুষের শ্রীহীন, মাধুর্যহীনভাবে বেঁচে থাকার মর্মন্তুদ প্রয়াস উপন্যাসের বিষয়বস্তু। একদিকে ক্যাম্পের হাজার হাজার উদ্বাস্তু পরিবার তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, মহত্ত্ব এবং মূল্যবোধের বিপর্যয় অন্যদিকে সর্বহারা মানুষগুলির অসহায়তা ও আশ্রয়হীনতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্ধ মানুষের লোভ-লালসা ও শঠতার চিত্র রূপায়িত হয়েছে। উদ্বাস্তু মানুষকে বঞ্চিত করে সরকারি ত্রাণ নিয়ে একদল মানুষের ছিনিমিনি খেলার চিত্রটিকে ঔপন্যাসিক সচেতনভাবে উপন্যাসের কাহিনিতে অঙ্কিত করেছেন।

সত্তর দশকে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১), 'মানুষের ঘরবাড়ি' (১৯৭৮)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অর্জুন' (১৯৭১) এই সময়ের উল্লেখযোগ্য রচনা। অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠপাখির খোঁজে' উপন্যাসটি দেশভাগ নিয়ে রচিত হলেও সম্পূর্ণ পৃথক স্বাদের উপন্যাস। দুই খণ্ডে রচিত এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট তিরিশের দশকের শেষ থেকে উনিশ বাহান্নর ভাষা আন্দোলন পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বৃহদ প্রেক্ষাপটে গান্ধিজির আইন অমান্য আন্দোলন, গান্ধিভক্ত শচীন্দ্রনাথের হাজতবাস, রঞ্জিতের অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপ, ইংরেজের মুসলিম লিগের দাবি সমর্থন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ সবই উপস্থাপিত হয়েছে। সত্তর ও আশির দশকে উদ্বাস্তু জীবন সমস্যা নিয়ে কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছিল। যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব-পশ্চিম' (১৯৮৮), সমরেশ বসুর 'খণ্ডিতা' (১৯৮১), তারও পরে প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড (২০০৩)-র কথা আমরা আগেই বলেছি। পূর্ব পাকিস্তানে দেশভাগ ও দেশত্যাগ নিয়ে বেশ কয়েকটি উপন্যাস রচিত হয়েছিল। আবু রুশদ-এর 'নোঙর' (১৯৬৮), আবু জামার শামসুদ্দীনের 'পদ্মা মেঘনা যমুনা' (১৯৭৪), আখতার রুজ্জামানের 'খোয়াবনামা' (১৯৯৬) রাজনৈতিক- চেতনাসমৃদ্ধ উপন্যাস।

Scanned by TapScanner